আংশিক নয় পুরো সত্য

মূল কাগজ
২০ পৃষ্ঠা
সঙ্গে ১৬ পৃষ্ঠার
ফান ম্যাগাজিন
ঘোড়ার ডিম

কালের কণ্ঠ

www.kalerkantho.com

# বেতন দিচ্ছেন বিদেশি ক্রেতা

হায়দার আলী ▶

'দেশে হাজার হাজার গার্মেন্টি—ওই সব প্রতিষ্ঠানের মালিকরা আমাদের খোঁজ নেয় নাই। বিদেশি মালিকরা আমাদের খোঁজ নিচ্ছেন, মাসে মাসে বেতন দিচ্ছেন। প্রতি মাসে কারিতাসের অফিস থেকে বেতন নিয়া আসি। এই টাকাটা না পাইলে চলতে পারতাম না, ছেলেমেয়ের লেখাপড়া করাইতে পারতাম না।' কালের কণ্ঠকে বলছিলেন আশুলিয়ার তাজরীন গার্মেন্টের আহত কর্মী আলেনুর বেগম।

## তাজরীনে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা

আশুলিয়ার তাজরীন ফ্যাশন গার্মেন্টে অগ্নিকাণ্ডে ১১২ শ্রমিক প্রাণ হারান, আহত হন ১২৭ জন। নিহত শ্রমিকদের পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বিজেএমইএ থেকে এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়া হলেও গুরুতর আহত কর্মীরা চিকিৎসা খরচসহ পরিবারের ভরণপোষণ নিয়ে অথৈ সাগরে পড়েছিলেন। সন্তানদের মুখে কে খাবার দেবে, লেখাপড়ার খরচ কে বহন করবে, চিকিৎসার ব্যবস্থা কিভাবে করবে—এ নিয়ে যখন আহত ও নিহত শ্রমিকদের পরিবার ব্যাকুল, ঠিক তখনই ত্রাতা হয়ে পাশে দাঁড়ায় বিদেশি পোশাক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ক্লেমন্ট অ্যান্ড অগাস্ট (সিঅ্যান্ডএ)। এই সিঅ্যানএ থেকেই আলেনুরসহ ৯৮ জন শ্রমিক নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা তাজরীনের চেয়ে এক গ্রেড ওপরের স্কেলে তাঁদের বেতন দিয়ে যাচ্ছে সিঅ্যান্ডএ। তাজরীন ফ্যাশন গার্মেন্টি থেকে বিদেশি এই পোশাক ক্রেতা প্রতিষ্ঠানটি পোশাক তৈরি করে নিত। মানবতাবোধ থেকেই প্রতিষ্ঠানটি এ উদ্যোগ নেয়।

জানা গেছে, আহত ৯৮ জন শ্রমিকই শুধু নয়, দুর্ঘটনায় নিহত ১১২ শ্রমিকের সন্তানদের জনপ্রতি ফিক্সড ডিপোজিটে (স্থায়ী আমানত) ১৮ বছর ধরে জমা হবে দুই হাজার ৮০০ টাকা এবং প্রতি মাসে নগদ দেওয়া হচ্ছে এক হাজার ২০০ টাকা। যাঁর ছেলে সন্তান নেই তাঁর মা-বাবাকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করছে প্রতিষ্ঠানটি। বেসরকারি সংস্থা কারিতাসের মাধ্যমে এ সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে।

তাজরীন গার্মেন্টের কর্মী রাজিয়া খাতুন কাজ করতেন তৃতীয় তলায়। তিনি বলেন, 'জীবন বাঁচাতে লাফ দিছিলাম নিচে। জ্ঞান ফিরে দেখি হাসপাতালে। দেশের প্রতিষ্ঠান থেকে যে সাহায্য আশা করছিলাম সেটা পাইনি, তবে বিদেশি প্রতিষ্ঠান আমাদের ওষুধের ভাউচার এবং খরচ, বেতন, বেসিক বেতন যেটা সেটাই দিতাছে। আমি অপারেটর ছিলাম, চার হাজার ৪০০ টাকা বেতন ছিল, আমি এখন প্রায় ছয় হাজার টাকা পাচ্ছি।' নিহত শ্রমিক রাজিয়া আক্তারের মেয়ে সুরভী আক্তার মালা বলে, 'মা নেই সেই কষ্ট ভুলতে পারছি না। এমন কষ্টের সময় আমার লেখাপড়া থেকে শুরু সব খরচ দিয়ে যাচ্ছে বিদেশি একটি প্রতিষ্ঠান। সুরভী বলে, আমার বাবা একজন কৃষক, প্রতি মাসে চার হাজার টাকা করে পাচ্ছি।'

আরেক কর্মী জরিনা বেগম মাথা, ঘাড় ও কোমড়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে দীর্ঘদিন ট্রমা সেন্টারে চিকিৎসাধীন ছিলেন। জরিনা বলেন, '১৬ মাস ধরে আমরা বেতন পাচ্ছি, ওই টাকায় দুই মেয়ে নিয়ে কোনো মতো সংসার চলে যাচ্ছে। চিকিৎসার টাকাটাও বিদেশি কম্পানি আমাদের দিচ্ছে।'

জানা গেছে, তাজরীন গার্মেন্টি দুর্ঘটনার দুই মাস পর বাংলাদেশে সক্রিয় বেসরকারি সংস্থা কারিতাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে সিঅ্যান্ডএ কম্পানি। কারিতাসের আঞ্চলিক পরিচালক রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা সিঅ্যান্ডএর হয়ে সহযোগিতা করে যাচ্ছি।'